দৈনিক বাংলা

৭।

তারিখ ২৫।১০।৮১
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয়কৃত কলেজের অশিক্ষক কর্মচারীদের কথা

৭-৫-৭৯ তারিখে ২২টি এবং পরবর্তী বৎসরে আরো ৪৪টি বেসরকারী কলেজ সরকার জাতীয়কৃত করেছেন। এর দীর্ঘদিন পর শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের আত্মীকরণ বিধি প্রণীত হয়েছে এবং একই সাথে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদর্শক লাইব্রেরীয়ান, শরীর চর্চা শিক্ষক ব্যতীত সব শিক্ষকের বেতন নির্ধারিত হয়েছে। উক্তবিধি মোতাবেক তাদের বেসরকারী কলেজে চাকরিকালের অর্ধেককে এফেকটিভ সার্ভিস হিসাবে গণ্য করে প্রতি বৎসর একটি করে ইনক্রিমেন্ট দিয়ে তাদের বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে এবং তদনুসারে ইতিমধ্যে তাদের সাকুল্য বকেয়া বেতন শোধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রদর্শক, লাইব্রেরীয়ান, শরীর চর্চা শিক্ষকসহ নিম্নবেতনভুক তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের উক্ত এফেকটিভ সার্ভিসের সুবিধা না দিয়ে কলেজ জাতীয়কৃত হওয়ার তারিখ থেকে এডহক ভিত্তিতে নতুনভাবে নিয়োগদান করা হচ্ছে। এমনকি পে প্রোটেকশনের চিরাচরিত প্রথাও অনুসরণ করার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে, কেরানী ও পিয়ন বিশেষ করে কেরানীবৃন্দ যারা দীর্ঘদিন যাবৎ জাতীয়কৃত কলেজে চাকরি করে আসছেন তারা বেসরকারী আমলের বেতন থেকে ১০০-২০০/- টাকা বেতন কম পাচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো: নিম্ন বেতনভুক কর্মচারীদের প্রতি কেন এই অবিচার? আত্মীকরণ বিধির নাম করণ করা হয়েছে, জাতীয়কৃত কলেজসমূহের (জনশিক্ষা পরিদফতর) শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের আত্মীকরণ বিধি ১৯৮১। অথচ বিষয়বস্তুতে আছে শুধু শিক্ষকদের কথা, নেই বললেই চলে। এর প্রতিষ্ঠানে—দু নীতি অথচ বৃটিশ আমল থেকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমল পর্যন্ত যখনই কোন বেতন ক্রম পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা বা কোন আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে তখনই বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের মধ্যে যাতে বেতন/আর্থিক সুবিধা ইত্যাদিতে বৈষম্য বৃদ্ধি না পায় সে জন্য নীচের দিকে বেশি সুবিধা দেওয়া হতো এবং উপরের দিকে ক্রমান্বয়ে কমানো হতো। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—১-৫-৭২ তারিখ থেকে সরকারী কর্মচারীদের জন্য যে এডহক রিলিফ দেওয়া হয়েছিল তা মূল বেতন ১২৫/- টাকা পর্যন্ত ২৫/-, ১২৬-২২৫/- পর্যন্ত ২০/- টাকা এবং ২২৬-৩৩৫/- টাকা পর্যন্ত ১৫/- টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। এবং এর উর্ধ্বে কাউকে দেওয়া হয়নি।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে ম্যালেরিয়া ইরেডিকেশন সংস্থাকে যখন সরকার পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টের সাথে একত্রিভূত করেন তখন উক্ত সংস্থার সকল কর্মচারীর অর্ধেক চাকরিকালকে সরকারী চাকরি হিসাবে গণ্য করেন। এমনকি স্টেনো টাইপিস্টের সম্পূর্ণ চাকরিকালকেই সরকারী চাকরি হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

শিক্ষকদের ন্যায় অশিক্ষক কর্মচারিরা বিশেষ করে কেরানীরা হলিডে বা ছুটি ভোগ করতে পারে না। বিধানে থাকলেও কাজের প্রকৃতি ও চাপের জন্যে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তারা কোন টিউশনিও করতে পারে না। অফিস কর্মচারীর স্বল্পতাহেতু দিনরাত তাদের খাটতে হয়। নিজের সন্তান সন্ততির লেখাপড়া দেখাশুনা বা অন্যান্য সাংসারিক দায়িত্ব ও তাদের পক্ষে পালন করা সম্ভব হয় না। এই প্রেক্ষিতে ভেবেছিলাম, শিক্ষকদের বেলায় বেসরকারী আমলের অর্ধেক চাকরিকালকে 'এফেকটিভ চাকরি' হিসাবে গণ্য করলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর বেলায় গোটা চাকরিকালকেই এফেকটিভ সার্ভিস হিসাবে গণ্য করা হবে। এ বিষয়ে আমরা উর্ধ্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং বেসরকারী আমলের সম্পূর্ণ চাকরিকালকে এফেকটিভ সার্ভিস হিসাবে গণ্য করে সত্বর বেতন নির্ধারণ ও বকেয়া বেতন প্রদানের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দানের মাধ্যমে নিম্নবেতনভুক কর্মচারীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন ও সুবিচার করার জন্যে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ আবদুস সাত্তার
প্রধান সহকারী
সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ
জামালপুর।